ইত্তেফাক

063

তারিখ 25 JUL 1986
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা ঃ আজকাল-এর চোখে

কলিকাতার দৈনিক 'আজকালে' প্রকাশিত এক নিবন্ধ হইতে জানা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের হাল-অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি সে দেশের পত্র-পত্রিকায় এক বিতর্ক জমিয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে সম্প্রদায় ভিত্তিতে কোন পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হয় না বলিয়া সামগ্রিক চিত্র পাওয়া দুষ্কর। তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানেরা যে বলিতে গেলে 'একঘরে' হইয়া পড়িয়াছে তাহা ওইসব পত্র-পত্রিকা স্বীকার না করিয়া পারে নাই। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের কারসাজীতে অখণ্ড বাংলা ভাগ হইয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা পঁয়ত্রিশের উপর। শিক্ষা-দীক্ষায় তৎকালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের তুলনায় অগ্রগামী ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থা আর নাই।

গত ৪০ বৎসরের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া গিয়াছে। যদিও সেখানে এখন মুসলিম জন সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০ জন; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একমাত্র বিশ্ব ভার-

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে

(৩য় পৃঃ পর)

তীতেই মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ঃ শতকরা মাত্র ১০ জন। অপরদিকে যাদবপুর, কল্যাণী, রবীন্দ্র ভারতী, বিদ্যাসাগর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা শতকরা ৪ জনেরও কম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৬ জনের বেশী নয়। দৈনিক আজকাল পত্রিকায় কলিকাতার দৈনিক 'আখবর-ই-মাশরিক'-র মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে সমীক্ষা প্রকাশিত হয়, উহার বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হইয়াছে। পত্রিকায় শিক্ষাঙ্গনে মুসলিম ছাত্রদের নিম্নমুখী প্রবণতায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, চলতি বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে মোট ১৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র চারজন মুসলমান। বাংলায় ভর্তি হইয়াছে ২৭৯ জন। ইহার মধ্যে মাত্র ১৬ জন মুসলমান। রাষ্ট্র বিজ্ঞানে ১৮৫ জনের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র তিন জন। সমাজ বিজ্ঞানে ৪০ জনের মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান। ইতিহাস বিভাগে ১০১ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ৭৪ জনের মধ্যে একজন মাত্র মুসলমান। ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১৮ জনের মধ্যে মাত্র ৯ জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি হইয়াছে। দর্শনে ১৮০ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন মুসলমান। উর্দু ও ফারসী বিভাগেই শুধু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় বলিয়া সমীক্ষায় মন্তব্য করা হয়। উল্লেখ্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসী বিভাগে আসন সংখ্যা মাত্র ৫টি ও উর্দু বিভাগে ২০টি। এই দুই বিভাগে শুধু মুসলমান ছাত্রই ভর্তি হইয়াছে। আজকাল পত্রিকায় দুঃখ করিয়া বলা হয়, একশত বৎসর আগে বৃটিশ আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অখণ্ড বাংলার মুসলমানদের যে দুরবস্থা ছিল, আজ পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানেরা প্রায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে। ১৮৭৩ সালে 'জেনারেল রিপোর্ট অন পাবলিক ইন্সট্রাকশন ইন বেঙ্গল' পর্যায়ে প্রকাশিত রিপোর্টে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ১৮৮৩-৮৪ সালে ইন্সপেক্টর অব স্কুলস তাঁহার রিপোর্টেও মুসলমান ছাত্রদের উদ্বেগজনক চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বলেন যে, কলেজে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা শতকরা মাত্র ৫ জন এবং হাই স্কুলে শতকরা মাত্র ১০ জন। ১৮৮৩-৮৪ সালে অখণ্ড বাংলার ৩৪৯৯ জন শিক্ষার্থী এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় (তৎকালীন এস,এস-সি বা ম্যাট্রিক) উত্তীর্ণ হয়। ইহার মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০২ জন। উক্ত বৎসর এফ, এ পরীক্ষায় (তৎকালীন আইএ) উত্তীর্ণ হইয়াছিল ৯০০ জন। মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১ জন। বি-এ পাস করিয়াছিলেন ৪২৯জন ছাত্র এবং ইহার মধ্যে মাত্র পাঁচজন ছিলেন মুসলমান।

'দৈনিক আজকালের' নিবন্ধে আরো বলা হয়, যথাযথভাবে সমীক্ষা গ্রহণ করা হইলে দেখা যাইবে যে, আজ এক শত বৎসর পরেও শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অবস্থা সেই বৃটিশ আমলের উদ্বেগজনক অবস্থাতেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। পত্রিকায় বাংলাদেশের মুসলমানদের অগ্রসরতার চিত্র তুলিয়া ধরিয়া শিক্ষা, বিশেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদের এই শোচনীয় দুর্দশার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক বলিয়া মন্তব্য করা হয়।